ছাত্রদল পরিচয়ে দাপট, বাস থামিয়ে যাত্রীদের দিয়ে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান



ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জে খুলনাগামী একটি বাস আটকে যাত্রীদের জোর করে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়ানো, দেশীয় অস্ত্র দেখিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং এক যাত্রীর মুঠোফোন কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী সাবিদ হাসানের বিরুদ্ধে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে তাকে এসব কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিতে দেখা গেছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

ভিডিওতে দেখা যায়, একদল যুবক একটি বাসের সামনে অবস্থান নিয়ে যাত্রীদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন। তাদের কয়েকজনের হাতে দেশীয় অস্ত্র রয়েছে। এ সময় বাসের যাত্রীদের ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিতে বাধ্য করা হয়। ভিডিওর একপর্যায়ে এক যাত্রীর দিকে ছুরি তাক করে তার মুঠোফোন নিয়ে তল্লাশি চালাতেও দেখা যায়।

এ ঘটনায় সাবিদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা নিয়েও আলোচনা তৈরি হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আগে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকা এবং পরে ঢাকা কলেজে ছাত্রদলের পরিচয় ব্যবহার করে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সাবিদের বাড়ি গোপালগঞ্জে। তিনি ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। কলেজে ভর্তির পর ছাত্রদলের সদস্য সচিব মিল্লাদ হোসেনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। ক্যাম্পাসে মিল্লাদের অনুসারী হিসেবেও পরিচিত ছিলেন তিনি। তবে পরবর্তী সময়ে দুজনের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয় বলে জানা গেছে।

এরপরও ছাত্রদলের পরিচয় ব্যবহার করে ক্যাম্পাসে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করতেন সাবিদ, এমন অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্টরা। নিউমার্কেট এলাকায় ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের এক আহ্বায়ক সদস্যের সঙ্গে তার ফুটপাতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক থাকার কথাও জানা গেছে।

সাবিদের পরিবারের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা নিয়েও আলোচনা রয়েছে। তার বড় ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হল ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

এদিকে সাংবাদিক পরিচয় ব্যবহার নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে তার বিরুদ্ধে। ঢাকা কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থীর তথ্য অনুযায়ী, ‘ক্রাইম নিউজ’ নামের একটি অনলাইন সংবাদমাধ্যমে নিজের নামের পাশে মাল্টিমিডিয়া প্রতিবেদক পরিচয় ব্যবহার করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন সাবিদ।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ঢাকা কলেজের এক শিক্ষার্থী বলেন, সাবিদ একসময় কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব মিল্লাদ হোসেনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে চলাফেরা করতেন। মিল্লাদের নাম ও ছাত্রদলের পরিচয় ব্যবহার করে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন কর্মসূচিতেও অংশ নিতেন তিনি। ওই শিক্ষার্থীর দাবি, মিল্লাদ তাকে উৎসাহ দিতেন এবং তার জন্মদিনে কেক কেটে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবিও প্রকাশ করেছিলেন। নিউমার্কেটের বিশ্বাস বিল্ডিংয়ের সামনেও তাদের একসঙ্গে আড্ডা দিতে দেখা যেত।

এদিকে ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রাশেদুল আমিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিল্লাদ হোসেনের সঙ্গে সাবিদের জন্মদিন উদ্‌যাপনের একটি ছবি প্রকাশ করেন। পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত একজনকে ছাত্রদলের সদস্য সচিবের জন্মদিনে কেক খাওয়ানোর পর সেই ব্যক্তিকেই গোপালগঞ্জে বাস আটকে যাত্রীদের ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিতে বাধ্য করতে দেখা গেছে। এ ধরনের ঘটনায় সংগঠনের দায়িত্বশীল নেতাদের আরও সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

রাশেদুল আমিন বলেন, সাবিদ ছাত্রদলের পরিচয়ে ক্যাম্পাসে চলাফেরা করতেন। ছাত্রদলের সদস্য সচিবের সঙ্গে রাজনীতিও করতেন বলে তিনি জানান।

তবে সাবিদকে নিজেদের সাংগঠনিক কর্মী হিসেবে স্বীকার করেননি ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব মিল্লাদ হোসেন। তিনি বলেন, সাবিদ তাদের কোনো কমিটির সদস্য ছিলেন না। ক্যাম্পাসের জুনিয়র হিসেবে পরিচয় ছিল। শুরুতে অনেক জুনিয়রই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক কর্মসূচিতে অংশ নেন। তবে সাবিদ সাংগঠনিকভাবে তাদের কোনো কার্যক্রমে সক্রিয় ছিলেন না।

মিল্লাদ আরও বলেন, গত ছয় মাস ধরে সাবিদের সঙ্গে তার যোগাযোগ বা দেখা হয়নি। তার পারিবারিক কিংবা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক পরিচয় সম্পর্কেও তিনি জানতেন না। কেউ গোপনে অন্য কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকলে তা তাদের অজানা থাকতে পারে। বিষয়টি আগে জানা থাকলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হতো বলেও জানান তিনি।